ভেটেরিনারি সার্জন ছাকিবুলের অনিয়মই যেন নিয়ম!

মেহেরপুর সদর উপজেলার প্রাণি সম্পদ অফিসের ভেটেরিনারি সার্জন ডাঃ সৈয়দ ছাকিবুল ইসলামের বিরুদ্ধে নানা ধরনের দুর্নীতির নানা অভিযোগ উঠেছে।

এক্সপোজার ভিজিটের টাকা আত্মসাৎ, সরকারি ডরমেটরি কর্মচারির নামে বরাদ্দ নিয়ে নিজে বসবাস, জরুরী সেবায় ব্যবহৃত এমভিসি গাড়িটি ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার, চিকিৎসা সেবা প্রদান করে খামারীদের কাছ থেকে অর্থ নেয়া, নিজে চিকিৎসা না দিয়ে বহিরাগতদের দিয়ে প্রতিদিন হাসপাতালে চিকিৎসা প্রদানসহ সীমাহিন অনিয়ম ও দুর্ব্যবহারে ভুক্তভোগীরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে।

ডা. সৈয়দ ছাকিবুল ইসলাম ২০২১ সালে ভেটেরিনারি সার্জন হিসেবে মেহেরপুর সদর উপজেলা প্রাণি সম্পদ অফিসে যোগদান করেন । বর্তমানে ভারপ্রাপ্ত উপজেলা প্রাণি সম্পদ কর্মকর্তা হিসেবেও দায়িত্বে আছেন।

মেহেরপুর সদর উপজেলা প্রাণি সম্পদ দফতর ও ভেটেরিনারি হাসপাতালে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে এক্সপোজার ভিজিট বাবদ বরাদ্দ এসেছে ১১ লাখ ৩৯ হাজার ৫০০ টাকা। এক্সপোজার ভিজিট বলতে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য এক দল খামারিকে তাদের এলাকা থেকে অন্য এলাকার একটি খামার পরিদর্শনকে বোঝায়। অন্য এলাকার খামারিরা যেসব নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করেছেন বা উন্নয়ন সাধন করেছেন বা গবেষণা কেন্দ্রে বা খামারে যেসব প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হয়েছে সেসব কার্যক্রম ভিজিটের মাধ্যমে বিভিন্ন এলাকার খামারিদের প্রদর্শন ও অভিজ্ঞতা বিনিময় করানো হয়। এ বিষয়ে ব্যয় বাবদ অংশগ্রহণকারীদের ভাতা, এলএসপি ভাতা, ভিএস/ইউএলওদের সম্মানি, পরিবহন খরচ এবং খাবার বাবদ খরচ হয়ে থাকে। ৬৩০ জনের উপর এই ব্যয় হবার কথা এবং দায়িত্বরত অফিসার ১টি ভিজিটের জন্য সম্মানি হিসেবে ১ হাজার টাকা করে পাবেন।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, এই প্রকল্পে মোট ৫টি এক্সপোজার ভিজিট সম্পন্ন হয়েছে। চলতি বছর ৬ জুলাই ১ম ভিজিটে চুয়াডাঙ্গা জেলার কুলপালায় হাস খামারে ব্যয় হয়েছে ১০০ জনের বিপরীতে ১ লাখ ৬২ টাকা। ২ জুলাই ২য় ভিজিটে চুয়াডাঙ্গার কোষাঘাটা ওয়েভ ফাউন্ডেশনের ছাগল

২টি রুম নিয়ে পরিবারসহ বসবাস করছেন ডাঃ সার্জন ছাকিবুল ইসলাম।

সরেজমিনে দেখা যায়, কোনো প্রকার চিকিৎসা সম্পর্কিত ডিগ্রী না থাকা সত্ত্বেও প্রাণি সম্পদ হাসপাতালের আউটডোরে প্রেসক্রিপশন লিখছেন, বিভিন্ন ধরনের অপারেশন করছেন এবং রেজিস্টার খাতা লিখছেন। রোগীর মালিকের নাম, রোগের বিবরণ এবং চিকিৎসা রেজিস্টার খাতায় লিখতে হয়। সেই খাতাটিও বহিরাগতদের দিয়ে করানো হচ্ছে। যা ভেটেরনারি সার্জনের কাছে রেজিস্টার খাতা থাকার কথা। নাজমুল, জনি রাহা, মুফাক্ষেরসহ বহিরাগত আরো অনেকে চিকিৎসা দিচ্ছিলেন। সাংবাদিক দেখে অনেকেই দৌড়ে পালিয়ে যান। উপজেলা প্রাণি সম্পদ কর্মকর্তা (ইউএলও) ভারপ্রাপ্ত হিসেবে দায়িত্ব পালন করলেও নেমপ্লেটে ভারপ্রাপ্ত শব্দটি না লিখে প্রতারণা করছেন ডাঃ ছাকিবুল ইসলাম। এছাড়াও তার চেম্বারের পুরো টেবিলটিতে বিভিন্ন ওষুধ কোম্পানী থেকে দেওয়া ওষুধের নাম সম্বলিত সিল রাখা হয়েছে।

অনিয়ম-দুর্নীতির বিষয়ে ভেটেরিনারি সার্জন ডাঃ ছাকিবুল ইসলাম সকল অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, সবকিছু নিয়মের মধ্যে করা হয়েছে। অন্যান্য প্রকল্পের তথ্য চাওয়া হলে তথ্য অধিকার আইনে আবেদন করতে বলেন তিনি।

এ বিষয়ে জেলা প্রাণি সম্পদ কর্মকর্তা ডাঃ দেবেন্দ্র নাথ সরকার (অ.দা.) বলেন, সদর ভেটেরিনারি সার্জন ডা. ছাকিবুল ইসলামের বিষয়গুলো খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ঝিনাইদহে এনপিএস’র সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলন

ঝিনাইদহ ন্যাশনাল প্রেস সোসাইটি (এনপিএস)’র সভাপতি নজরুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক মহিউদ্দিন খাঁন এর প্রতারণার হাত থেকে রক্ষা পেতে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বুধবার (১৭ এপ্রিল) সকালে ঝিনাইদহ প্রেসক্লাব অডিটোরিয়ামে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন ভুক্তভোগী আবু হাসান ওয়াহেদ নামের এক ব্যক্তি।

ভুক্তভোগী জেলা শহরের আরাপপুর জামতলা সড়কস্থ মোঃ নুরুন নবী’র ছেলে আবু হাসান ওয়াহেদ ঝিনাইদহ ন্যাশনাল প্রেস সোসাইটির প্রতারকচক্রের সভাপতি নজরুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক মহিউদ্দিন খাঁন এর প্রতারণার সত্যতা তুলে ধরে সংবাদ সম্মেলনে তার লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন।

তিনি বলেন দীর্ঘ দুই বছর ন্যাশনাল প্রেস সোসাইটির দপ্তর সম্পাদক পদে থাকা কালীন সোসাইটির সভাপতি প্রতারক নজরুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক মহিউদ্দিন খাঁন এর যোগসাজসে আমাকে বাদী বানিয়ে হরিণাকুন্ডু উপজেলার সড়াতলা বর্তমান চটকাবাড়ীয়া গ্রামের গফুর বিশ্বাসের ছেলে মোঃ কুদ্দুস মিয়া’র নামে ১৭/১০/২০২২ ইং তারিখে হরি.সি.আর-২৭৩/২২ নম্বর মামলা করেন। পরবর্তীতে খোঁজ-খবর নিজে জানতে পারি যে, আমাকে প্রতারণার ফাঁদে ফেলে বাদী করে নির্দোষ ব্যক্তি মোঃ কুদ্দুস মিয়া’র নামে মিথ্যা মামলা দায়ের করান। আমি প্রকৃত সত্য ঘটনা জানতে পারি যে, মামলার আসামী কুদ্দুস মিয়া নির্দোষ। তাই আমি বিবেকের তাড়নায় আমার দায়ের করা মামলাটি প্রত্যাহার করে নিই। ন্যাশনাল প্রেস সোসাইটির সভাপতি প্রতারক নজরুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক মহিউদ্দিন খাঁন ক্ষিপ্ত হয়ে আমার উপর প্রতিশোধের নেশায় মেতে ওঠেন। এবং তারা সু-কৌশলে আমাকে দিয়ে ১০০/- (একশত) টাকার তিনটি নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্পে ফাঁকা স্বাক্ষর করিয়ে নেন। বিগত ২০২৩ সালের ১ নভেম্বর প্রতারকচক্রের হোতা মহিউদ্দিনের মিথ্যা বয়ান এর কারণে আমাকে কোর্ট থেকে জেল হাজতে যেতে হয়। ৪ দিন জেল হাজতে থাকার পর ০৫/১১/২০২৩ ইং তারিখে জামিনে মুক্তি পায়। আমাকে জামিনে মুক্তি পাওয়ানোর জন্য আমার স্ত্রীর নিকট থেকে তারা ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা এবং ১০০/- (একশত) টাকার ৩টি নন-জুডিসিয়াল ফাঁকা স্ট্যাপ ও একই সাথে ১,৫০,০০০/- (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকার ডাচ-বাংলা ব্যাংক লিমিটেড, ঝিনাইদহ শাখার একটি স্বাক্ষরিত চেক নেয়। আমি চলতি বছরের গত ২৭ জানুয়ারি ঝিনাইদহ সদর থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করি।

বর্তমানে এই প্রতারকচক্র আমাকে ও আমার পরিবার পরিজনদের বিভিন্নভাবে হুমকি ধামকি দিচ্ছে এই বলে যে, তাদেরকে মোটা অংকের টাকা দিতে হবে তা না হলে আমার পরিবারের জীবনের নিরাপত্তা থাকবে না। তাই আমি ও আমার পরিবার নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি। এই

প্রতারকচক্রের মুলহতার মুখোষ উন্মোচন করে প্রশাসনের মাধ্যমে তাদের জালিয়াতির দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তির দাবী জানাচ্ছি।

এ ব্যাপারে অভিযুক্ত দুই প্রতারক ন্যাশনাল প্রেস সোসাইটির সভাপতি নজরুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক মহিউদ্দিন খাঁন এর সাথে মোবাইলের মাধ্যমে একাধিকবার চেষ্টা করেও যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।

আওয়ামীলীগ সরকার ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযোগের প্রমাণ পায়নি কানাডার আদালত

বাংলাদেশের ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল আওয়ামীলীগ, তার অঙ্গসংগঠন যুবলীগ, র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব) এবং পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে কানাডায় ২০১৯ সালের মার্চে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় চান বুরহান উদ্দিন শিকদার মাসুদ নামে একজন বাংলাদেশি। তবে তার শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় চাওয়ার আবেদন প্রত্যাখ্যান করেছিল কানাডার শরণার্থী সুরক্ষা বিভাগ (আরপিডি)। অভিযোগের বিশ্বাসযোগ্যতা না থাকায় সেটি প্রত্যাখান করা হয়। সেই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল করলেও মাসুদ আদালতকে যথাযথ প্রমাণ দেখাতে ব্যর্থ হওয়ায় কানাডার ফেডারেল আদালত তা খারিজ করে দিয়েছেন। গত ১২ অক্টোবর মামলা খারিজ করে রায় প্রকাশ করে কানাডার ফেডারেল আদালত।

মামলার রায়ে বলা হয়, বুরহান উদ্দিন শিকদার মাসুদের অভিযোগগুলো বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করেনি আরপিডি। যার প্রেক্ষিতে মাসুদ শরণার্থী আপিল বিভাগে (আরএডি) আবেদন করেন। আপিল করার পরে, তিনি তার পক্ষে নতুন প্রমাণ দাখিল করার চেষ্টা করেছিলেন। আরপিডির তদন্তকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন মাসুদ। আরএডি নতুন প্রমাণ গ্রহণ করেনি কারণ সেগুলো বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয়নি এবং আপিলটি খারিজ

করে দেওয়া হয়।

ফেডারেল আদালতের নথিতে বলা হয়, মাসুদ তার আপিল খারিজের বিরুদ্ধে বিচারবিভাগীয় পর্যালোচনার বিষয়ে বেশ কয়েকটি যুক্তি উপস্থাপন করেছেন। এগুলোকে তিনটি বিভাগে বিভক্ত করা যেতে পার- মূল নথিগুলো দেখার জন্য আরএডির অনুরোধের ন্যায্যতা; নতুন প্রমাণ গ্রহণ না করার এবং মৌখিক শুনানি না করার আরএডির সিদ্ধান্তের চ্যালেঞ্জ এবং আরএডির বিশ্বাসযোগ্যতার তদন্তের চ্যালেঞ্জ।

কানাডার ফেদারেল আদালতের বিচারক সাদ্রেহাশেমী রায়ে বলেন, ‘মাসুদ আমাকে সন্তুষ্ট করেননি যে আরএডির প্রক্রিয়াটি অন্যায্য ছিল বা নতুন প্রমাণ এবং বিশ্বাসযোগ্যতার উপর এর মূল অনুসন্ধানগুলো অযৌক্তিক। প্রাপ্তকারণগুলোর উপর ভিত্তি করে, আমি বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার আবেদনটি খারিজ করে দিচ্ছি।

রায়ে বলা হয়, মাসুদ বাংলাদেশের নাগরিক। তার অভিযোগ, তার বাবা-মা ২০১৬ সালের ডিসেম্বরে তার মায়ের বেসরকারি সংস্থার মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারের বিরুদ্ধে সমাবেশ আয়োজনে জড়িত ছিলেন। ২০১৮ সালের জানুয়ারিতে মাসুদ অভিযোগ করেন যে, আওয়ামী লীগ তার পিতামাতার বিরুদ্ধে বিএনপি সমর্থন এবং সরকার বিরোধী কার্যকলাপে জড়িত থাকার অভিযোগে মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করেছে। মাসুদ বলেন, ২০১৮ সালের জুলাই মাসে তার বাবা আওয়ামী লীগকে দাবি করা টাকা দিতে অস্বীকার করায় তার ওপর হামলা চালানো হয় ‘

এর পরের মাসে মাসুদ স্টুডেন্ট ভিসায় কানাডায় আসেন। কানাডায় আসার পর থেকে তার বাবা-মাকে হুমকি দেওয়া হচ্ছে, তার বাবাকে অপহরণ করা হয়েছে এবং যুবলীগের সদস্যরা তার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করেছে। মাসুদ আরও দাবি করেছেন যে, পুলিশ তার মাকে ডেকে নিয়ে তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল।

মাসুদ ২০১৯ সালের মার্চ মাসে কানাডায় শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় দাবি করেছিলেন। ২০২০ সালের ১৭ ডিসেম্বর ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে তার শরণার্থী দাবির শুনানি হয়। শুনানির পরে, আরপিডি পুলিশ এবং আদালতের নথিগুলোর মূল কপি দেখতে চাওয়া হয়। তবে তদন্তে সেই মূল কপিগুলো কম্পিউটারে এডিট করে বানানো বলে মনে হয়। যার ফলে আরও প্রমাণ এবং এই সংক্রান্ত নথি তার কাছে চাওয়া হয়। মাসুদ আরপিডিকে মূল তথ্য সরবরাহ করেছিলেন এবং এই বিষয়ে আরও প্রমাণ এবং উপস্থাপনা দাখিল করেছিলেন। আরপিডি ২০২১ সালের জুনে তার শরণার্থী আশ্রয় দাবি

প্রত্যাখ্যান করে। কারণ তার সরবরাহ করা পুলিশ এবং আদালতের রেকর্ডগুলো জালিয়াতি বলে মনে করে আরপিডি এবং শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, মাসুদের অভিযোগ বিশ্বাসযোগ্য নয়।

এরপর ২০২১ সালের জুন মাসে মাসুদ আরপিডির বাতিল করা আবেদনের বিরুদ্ধে একটি আপিল আরএডি’র কাছে দায়ের করেন। মাসুদের আইনজীবী নতুন প্রমাণ এবং আপিলের উপর আইনী উপস্থাপনের জন্য অতিরিক্ত সময়ের জন্য বেশ কয়েকটি অনুরোধ করেছিলেন। আরএডি এই অনুরোধগুলো মঞ্জুর করেছে। আরপিডির মতো, আরএডি প্রাথমিকভাবে আরপিডিতে জমা দেওয়া কিছু নথির মূল এবং আরএডিতে দায়ের করা নতুন প্রমাণের মূল কাগজ দেখার জন্য অনুরোধ করেছিল। তবে আপিলের সিদ্ধান্ত দেওয়ার আগে মাসুদ কোন মূল কাগজ জমা দেননি।

আরএডি ২০২২ সালের ২১ শে মার্চ আপিলটি খারিজ করে দেয়। আরপিডির মতো, আরএডি দেখতে পেয়েছে যে মাসুদ তার দাবি প্রমাণ করতে জালনথি জমা দিয়েছিলেন।

সর্বপ্রথম ২০১৭ সালে মোহাম্মাদ জুয়েল হোসেন গাজী নামে ঢাকার মিরপুরের স্বেচ্ছাসেবক দলের একজন কর্মীর কানাডায় রাজনৈতিক আশ্রয়ের আবেদন নাকচ হওয়ার পর কানাডার ফেডারেল কোর্টে রিভিউর আবেদনে বিএনপিকে সন্ত্রাসী সংগঠন বলা হয়। ২০১৮ সালের জানুয়ারিতে বিএনপির কর্মী হিসেবে মো. মোস্তফা কামাল নামে এক ব্যক্তি আশ্রয় চাইলে দ্বিতীয় দফায় বিএনপিকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়। একই বছরের অক্টোবরে মাসুদ রানা এরপর ২০২২ সালে ছাত্রদল কর্মী সেলিম বাদশার অভিবাসন নাকচ করার সময়ও বিএনপিকে সন্ত্রাসী সংগঠন উল্লেখ করেন কানাডার আদালত।

সর্বশেষ গত ১৫ জুন মোহাম্মদ জিপসেদ ইবনে হক নামে এক বিএনপিকর্মী কানাডায় রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করলে তা নাকচ করে দেন দেশটির ফেডারেল কোর্ট। রায়ে উল্লেখ করা হয়, ওই ব্যক্তি এমন দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, যেই সংগঠন বল প্রয়োগ এবং সন্ত্রাসের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক সরকার উৎখাতের চেষ্টা করছে। রিভিউর আবেদন নিষ্পত্তিকালে আদালতের বিচারক বিএনপিকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে অভিহিত করেন।

চুয়াডাঙ্গায় শিক্ষক শাকিলের বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীদের মানবন্ধন

চুয়াডাঙ্গা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের সহকারি শিক্ষক শাকিল আরাফাতের বিরুদ্ধে মানবন্ধন ও প্রতিবাদ সভা করেছে শিক্ষার্থীরা।

আজ মঙ্গলবার (১৯ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে দশটার সময় চুয়াডাঙ্গা বালিকা বিদ্যালয়ের হাজারো শিক্ষার্থীরা মিলিত হয়ে এই মানবন্ধন করে। বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক শাকিল আরাফাত শিক্ষার্থীদের প্রতি কুদৃষ্টিতে তাকানো, শ্লীতাহানি করা, হুমকি দেওয়ার প্রতিবাদে সঠিত বিচারের দাবিতে এই মানবন্ধন করে বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষার্থী ও অভিভাবকবৃন্দ।

এসময় মানবন্ধন করতে করতে চুয়াডাঙ্গা বালিকা বিদ্যালয়ে থেকে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সামনে এসে অবস্থান নেই বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। এই শিক্ষকের বিচারের দাবিতে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক ড. কিসিঞ্জার চাকমার বরাবর একটা স্মারকলিপি প্রদান করেন। এরপর জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সামনে অবস্থানের সময় শিক্ষার্থীরা বলেন, আমরা চাই এই শিক্ষকের দীর্ঘ মেয়াদের সাজা হোক। এরপরে যেন কোনো শিক্ষার্থীর এই কুদৃষ্টিতে তাকানো, শ্লীতাহানি করা, হুমকি দিতে না পারে সেজন্য এই শিক্ষকের কঠিন বিচার চাই। এই শিক্ষক শাকিল আরাফাত প্রতিনিয়ত আমাদের সহপাঠিদের কুপ্রস্তাব দিয়ে আসছিল। অনেক শিক্ষার্থীকে ভয় দেখিয়েও খারাপ কাজ করতে বাধ্য করেছে। এখন আমাদের মুখ খুলার সময়। অনেকে ভয় আর লজ্জার কারণে মুখ খুলতেও পারিনি অনেক শিক্ষার্থী। তাই এইরকম যেন না হয় শিক্ষার্থীদের আর সেজন্য এই শিক্ষকের কঠিন শাস্তির আওতায় নিয়ে আসতে হবে । কঠিন শাস্তির আওতায় না নিয়ে আসলে মানবন্ধন অব্যাহত থাকবে।

পরে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক ড. কিসিঞ্জার চাকমা শিক্ষার্থীদের মানবন্ধনের সামনে এসে বলেন, চুয়াডাঙ্গা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের সহকারি শিক্ষক শাকিল আরাফাতের ইতিমধ্যে আইনের আওতাই নিয়ে আসা হয়েছে। এ সময় তিনি আরও বলেন তার অপরাধের জন্য

তাকে কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে। এই আশ্বাস কথা শোনার পর শিক্ষার্থীরা তারা তাদের মানবন্ধন স্থল ছেড়ে চলে যায় তাদের শ্রেণি কক্ষে।

উল্লেখ্য, চুয়াডাঙ্গা সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির এক ছাত্রীকে শ্লীলতাহানির অভিযোগে ওই বিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের সহকারী শিক্ষক শাকিল আরাফাতকে (৩৫) গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

গতকাল সোমবার বিকেলে ওই শিক্ষার্থীর বাবা চুয়াডাঙ্গা সদর থানায় গিয়ে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা দায়ের করে। গ্রেফতারকৃত শিক্ষক শাকিল আরাফাত ঝিনাইদহ জেলার কালিগঞ্জ উপজেলার ফরাশপুর গ্রামের আব্দুর রাজ্জাকের ছেলে। গত ৪ আগষ্ট অন্যান্য দিনের মতো ব্যাচে পড়তে যায় ওই শিক্ষার্থী। পড়া শেষ হলে ছুটির সময় শিক্ষক শাকিল ওই শিক্ষার্থীকে জানান- স্কুলের ৮ম শ্রেণির ছাত্রীদের পরীক্ষার খাতা তাকে একটু দেখে দিতে হবে। সেজন্য পরের দিন সকালে সে যেন তার বাসায় সকালে আসে।

শিক্ষকের কথা মতো ওই শিক্ষার্থী পরের দিন শিক্ষক শাকিলের বাড়িতে যায়। বাড়িতে কেউ না থাকায় কথার কৌশলে ওই শিক্ষার্থীকে বেডরুমে নিয়ে বিভিন্ন কু-প্রস্তাব দিতে থাকে শিক্ষক শাকিল। অনেক শিক্ষার্থীকে ভয় দেখিয়েও খারাপ কাজ করতে বাধ্য করেছে। ওই সময় ওই শিক্ষার্থীর শরীরের স্পর্শকাতর স্থানে হাত দেয় অভিযুক্ত শিক্ষক। এসময় ওই শিক্ষার্থী শিক্ষক শাকিলকে তার এমন অনৈতিক কার্যকলাপে বাধা দেয়। একপর্যায়ে শিক্ষককে ধাক্কা দিয়ে তার বাড়ি থেকে বের হয়ে যায় ওই শিক্ষার্থী।

প্রকৌশলী আবু হেনা ও তাঁর স্ত্রীর বিরুদ্ধে দুদকের মামলা

অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে কুষ্টিয়া সওজের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মো. আবু হেনা মোস্তফা কামাল এবং তার স্ত্রী ডা. জোবাঈদা শাহনূর রশীদের বিরুদ্ধে পৃথক দুটি মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। প্রায় সাড়ে ১০ কোটি টাকার অবৈধ সম্পদ ও

এজাহারে বলা হয়, তদন্তের সময় সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায়, আবু হেনা মোস্তফা কামাল ঘুস ও দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত আয়কে স্থানান্তর, হস্তান্তর, রূপান্তরের মাধ্যমে বৈধতা দানের জন্য অসৎ উদ্দেশ্যে প্রথমে তার মায়ের আয়কর নথিতে প্রদর্শন করেন। পরবর্তীতে তা দান হিসেবে নিজের আয়কর নথিতে প্রদর্শন করেন। এরপর উক্ত দান করা টাকার মধ্য থেকে তার স্ত্রী ডা. জোবাঈদা শাহনূর রশীদকে দান করেন এবং স্ত্রীর নামে সম্পদ অর্জন করেন। যা মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইনের ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

এজাহারে আরও বলা হয়, এর মাধ্যমে দুদকের কাছে প্রমাণিত হয়েছে যে, ঘুস ও দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত অবৈধ আয়কে বৈধতা দানের চেষ্টা করেছেন তারা। যেখানে স্ত্রী হিসেবে জোবাঈদা তার স্বামীকে প্রত্যক্ষ সহযোগিতা করেন। এ কারণে মামলায় ডা. জোবাঈদাকে প্রথম আসামি ও স্বামী মো. আবু হেনা মোস্তফা কামালকে দ্বিতীয় আসামি করা হয়েছে।

অন্যদিকে দুদকে দাখিল করা সম্পদ বিবরণীতে স্থাবর-অস্থাবর মিলিয়ে মোট দুই কোটি ৪০ লাখ ১৭ হাজার ৭৩১ টাকার সম্পদের তথ্য দেন ডা. জোবাঈদা শাহনূর রশীদ। অনুসন্ধান বা যাচাইকালে তার নামে মোট দুই কোটি ৪৪ লাখ ৬২ হাজার ৩১ টাকার স্থাবর সম্পদের তথ্য পাওয়া যায়। অর্থাৎ তিনি চার লাখ ৪৪ হাজার ৩০০ টাকা সম্পদের তথ্য গোপন করেন।

দুদক অনুসন্ধানে আরও দেখতে পায়, ডা. জোবাঈদার নিট সম্পদ, পারিবারিক ও অন্যান্য ব্যয়সহ চার কোটি ২৬ লাখ ১০ হাজার ৫০৯ টাকার সম্পদের তথ্য পাওয়া যায়। এরমধ্যে তার গ্রহণযোগ্য আয় এক কোটি ৫২ লাখ ১২ হাজার ৫৭ টাকা বাদ দিলে দুই কোটি ৭৩ লাখ ৯৮ হাজার ৪৫২ টাকার জ্ঞাত আয়ের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ সম্পদ অর্জনের প্রমাণ পাওয়া গেছে। যার মধ্যে দুই কোটি ৭০ লাখ টাকা তার স্বামী আবু হেনা মোস্তফা কামাল থেকে দান সূত্রে প্রাপ্ত। তাদের উভয়ের আয়কর নথিতে উক্ত দান গ্রহণ ও প্রদানের বিষয়টি প্রদর্শিত রয়েছে।

বেতন না পেয়ে স্কুল পরিচালকের বিরুদ্ধে শিক্ষকের অভিযোগ

হুমকী, হয়রানির প্রতিকার ও প্রাপ্ত বেতন চেয়ে গাংনী সূর্যোদয় স্কুল এন্ড কলেজের পরিচালক আবুল কাসেম অনুরাগীর বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসারের বরাবর লিখিত আবেদন করেছেন স্কুলের বরখাস্তকৃত শিক্ষক শাহীন ইসলাম। অভিযুক্ত আবুল কাসেম অনুরাগী দৈনিক আমাদের সূর্যোদয় পত্রিকার প্রকাশক ও সম্পাদকও।

লিখিত আবেদনের কপি দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিনসহ স্থানীয় দুটি প্রেসক্লাবের সভাপতি বরাবরও দিয়েছে আবেদনকারী।
বরখাস্তকৃত শাহীন ইসলাম তার লিখিত অভিযোগে বলেন, তিনি ৫ নভেম্বর ২০২১ সাল থেকে ২৬ অক্টোবর ২০২২ সাল পর্যন্ত গাংনী সূর্যোদয় স্কুল এন্ড কলেজে সাধারণ শিক্ষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ওই সময়ের মধ্যে তাকে নিয়োগপত্র ও প্রতিশ্রুতি মোতাবেক বেতন দেননি বলে অভিযোগ করেন। তিনি নিয়োগপত্র ও প্রতিশ্রুতি মোতাবেক বেতন চেয়ে এ আবেদন করেছেন।

তিনি আরো বলেন, গত ২৬ অক্টোবর ২০২২ ইং তারিখে বিভিন্ন মিথ্যা অপবাদ দিয়ে স্কুল থেকে বরখান্ত করা হয় এবং এসএসির মুল সনদপত্র ও দুই মাসের বেতন আনুমানিক ২৫ হাজার টাকা স্কুলের পরিচালক আবুল কাসেম আটকিয়ে রেখে হয়রানি করেন। এছাড়া মুঠো ফোনের মাধ্যমে আবুল কাসেম রাজনৈতিক ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে একজন শিক্ষককে দিয়ে নানাভাবে হুমকী দেন। এছাড়া তার প্রকাশিত পত্রিকা দৈনিক আমাদের সূর্যোদয় পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশ করে ভবিষ্যতে ওই শিক্ষকের ক্ষতি করবে বলেও হুমকি দেন। অবশেষে তিন মাস পর ১০ জানুয়ারী ২০২৩ তারিখে মুল সনদপত্র ফেরত দেন এবং দুই মাসের বেতন দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু তিন মাস পার হলেও এখন পর্যন্ত আমার সেই দুই মাসের বকেয়া বেতন ফেরত দেননি। বিষয়টির প্রতি সুদৃষ্টি দিয়ে আবুল কাসেমের হয়রানির হাত থেকে মুক্ত ও দুই মাসের বকেয়া বেতন আদায় করে দিতে ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদন জানান তিনি।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাজিয়া সিদ্দিকা সেতু বলেন, আবেদন দিলেও এখন আমার টেবিলে এসে পৌছায়নি। তবে আগামী (আজ) রবিবার আমার টেবিলে আসতে পারে। এধরণের অভিযোগ পেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

তবে, ইউএনও অফিসের সহকারী বজলুর রহমান বলেন, দরখাস্ত পাওয়া গেছে ইউএনও স্যারের টেবিলে পৌছে দেওয়া হবে।
এ ব্যাপারে গাংনী সূর্যোদয় স্কুল এন্ড কলেজের পরিচালক আবুল কাসেম অনুরাগীর মোবাইলে মেহেরপুর প্রতিদিন থেকে ফোন করা হলে তিনি ফোন রিসিভ না করায় মতামত নেওয়া সম্ভব হয়নি।

অর্থ লোপাটের অভিযোগ কালীগঞ্জের এক প্রধান শিক্ষিকার বিরুদ্ধে

জমি দান না করেও প্রধান শিক্ষিকের আশীর্বাদে দাতা সদস্য হলেন জীবন কুমার ঘোষ। ঘটনাটি ঘটেছে ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার বেজপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। এতে এলাকা জুড়ে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

প্রকৃত জমিদানকারী পরিবারের উত্তরসূরী রবিউল ইসলাম জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের নিকট লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। এর অনুলিপি দিয়েছেন প্রাথমিক শিক্ষা দপ্তরের মহা-পরিচালক, খুলনা বিভাগীয় প্রাথমিক শিক্ষার উপ-পরিচালক, ঝিনাইদহ দূর্নীতি দমন কমিশনের উপ-পরিচালক ও কালীগঞ্জ উপজেলা ইউএনও সহ জেলার সকল প্রেস ক্লাব বরাবর।

লিখিত অভিযোগে জানা যায়, বেজপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তাদের পরিবারের পক্ষ থেকে এস.এ.দাগ নং-৬১১, এস.এ খতিয়ান নং ১২০, বেজপাড়া মৌজার জমি দান করেন। কিন্তু তাদের পরিবারের কাউকে কখনোই দাতা সদস্য হিসাবে অর্ন্তভুক্ত করা হয়নি। বরং বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শিপ্রা রাণী সাহা এবং উপজেলা শিক্ষা অফিসার সেলিনা আক্তার বানু নগদ অথের বিনিময়ে জীবন কুমার ঘোষকে বারবার দাতা সদস্য হিসেবে অন্তভুক্ত করে সভাপতি নির্বাচিত করে থাকেন। কিন্তু আদৌ জীবন কুমার ঘোষের কোন জমি ওই বিদ্যালয়ে নেই বা দান ও করেরনি। তাহলে জীবন কুমার ঘোষ কিভাবে দাতা সদস্য নির্বাচিত হয়।

জানালে আমরা তদন্ত করে দেখবো। দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মেহেরপুরে বীর মুক্তিযোদ্ধার বাড়ি অবরুদ্ধ করে রাখার অভিযোগ প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে

প্রতিবেশীর অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে উঠেছেন বলে অভিযোগ করেছেন মেহেরপুর শহরের নারী বীর মুক্তিযোদ্ধা বেগম সালেহার পরিবার।

মুক্তিযোদ্ধা বেগম সালেহাকে বিভিন্নভাবে হুমকী ধামকী দেয়াসহ মেহেরপুর পৌরসভার রাস্তা তার বাড়ির গেট ও জানালার পাশে ইটের স্তুপ জড়ো করে রেখেছে বলে অভিযোগ করেছেন ওই পরিবারটির বিরুদ্ধে।

সূরাহা পেতে মেহেরপুর পুলিশ সুপার, পৌরসভার মেয়রসহ নানা যায়গায় অভিযোগ দায়ের করেছেন।

মুক্তিযোদ্ধা বেগম সালেহা জানান, আমার পরিবারে আমার ছেলেসহ মাত্র ৪ জন লোক। চাকুরির সুবাদে ছেলে স্কুলে চলে যায়। বাড়িতে থাকি শুধু আমি আর আমার বৃদ্ধ স্বামী।

আমার প্রতিবেশি শহরের ওষধ ব্যবসায়ী আনারুল ইসলাম, তার স্ত্রী জেলা পরিষদের সাবেক সদস্য সামিউন বাশিরা পলি এবং তার লোকেরা আমার পরিবারের উপরে চরম অত্যাচার ও মানষিক নির্যাতন করেন।

এব্যাপারে আনারুল ইসলাম মিয়া বলেন, এই পথটি আমার নিজের কেনা জমির উপরে। আমার স্ত্রী জেলা পরিষদের সদস্য হওয়ায় তার অনুরোধে রাস্তাটি নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া রাস্তাটি জেলা পরিষদ থেকে অচিরেই পাকাকরণ করা হবে। মুক্তিযোদ্ধা সালেহা নিজের বাড়ির সামনের সরকারি যায়গা অটো গ্যারেজ করে ভাড়ায় দিয়ে আমার নিজের জমির পথ নেওয়ার জন্য ফ্যাসাদ করছেন।

আনারুল ইসলাম মিয়ার স্ত্রী জেলা পরিষদের সদস্য সামিউন বাসিরা পলি বলেন, তার বাড়ির সামনে দিয়ে পথ থাকলেও সে আমার জমির পথ দিয়ে হাটার জন্য দীর্ঘদিন যাবৎ মামলা মোকদ্দমাসহ নানা ফ্যাসাদ করে আসছেন। সে ডিসি, এসপি, ওসি, এ্যাসিল্যান্ড এমন কেও নেই যাদেরকে এখানে আনেনি।কিন্তু কোনো সুরাহা হয়নি। ওই পথে আরো যায়গা থাকতে মুক্তিযোদ্ধার ঘরের দরজা ও জানালার পাশে ইটের স্তুপ জড়ো করেছেন কেনো এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন আমি অল্পদিনেই রাস্তা ছেড়ে দেবো।

গাংনী মেয়র আহম্মেদ আলীর বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলন

গাংনী পৌরসভার মেয়র আহম্মেদ আলীকে নব্য এরশাদ শিকদার আখ্যায়িত করলেন মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সহসভাপতি মো: শাহিদুজ্জামান শিপু।

শাহিদুজ্জামান শিপু তার নিজ ফেইসবুক পেইজে গাংনী পৌরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডে পানির পাইপ লাইনের নামে রাস্তা খুঁড়াখুড়ির মাধ্যমে জনদুর্ভোগের তুলে ধরেছিলেন। এনিয়ে গাংনী পৌরসভার মেয়র আহম্মেদ আলী আমাকে উদ্দেশ্যে করে কুরুচিপূর্ণ বক্তব্য দেন।

এর প্রতিবাদে গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় তার নিজ কার্যালয়ে এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে এসব অভিযোগ করেন।

এসময় গাংনী বাজার কমিটির নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক মো: রফিক, সাবেক ছাত্রনেতা জুবায়ের হোসেন উজ্জলহ ছাত্রনেতারা উপস্থিত ছিলেন।

শাহিদুজ্জামান শিপু অভিযোগ করেন, আমি মেয়র প্রার্থী ছিলাম বলে মেয়র আহম্মেদ আলী আমার বাড়ির সামনের রাস্তা খুড়াখুড়ি করেছে, রাস্তার লাইট পর্যন্ত কেটে দিয়েছেন। গাংনী পৌরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডের দূর্ভোগ প্রাকৃতিক নয়, এটি মানুষ্য সৃষ্টি দূর্ভোগ।

তিনি বলেন, স্থানীয় মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকাতে পৌরসভার দূর্ভোগ নিয়ে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে মেয়র আহম্মেদ আলীর পৌরসভার উন্নয়ন নিয়ে তার ভাবনা বাদ দিয়ে মানুষের কষ্টের কথাগেুলো না বলে সে সরাসরি আমার নামে বিদ্রুপ মন্তব্য করেন। আমাকে ক্যাসিনো ব্যবসায়ী ও সুদ কারবারী বলেছেন।

তিনি প্রশ্ন করে বলেন ক্যাসিনো ব্যবসার জন্য বোর্ডসহ অন্যান্য সরঞ্জাম লাগে। আমার এখানে কি এ ধরণের কোনো সরঞ্জাম আছে?

তিনি মেয়র আহম্মেদ আলীর উদ্দ্যেশ্যে বলেন ক্যাসিনো এবং সুদ নিয়ে আপনার কাছে প্রমাণপত্র থাকলে সরাসরি আমার মুখোমুখি হন।

শিপু বলেন আমি সিগারেট না খেলেও মেয়র আহম্মেদ আলী, আমাকে মাদক সম্রাট, ক্যাসিনো ব্যবসায়ী বানিয়ে মাঝে মাঝে দরখাস্ত করেন। তিনি প্রশ্ন করেন উনি (মেয়র আহম্মেদ)আমাকে কি পেয়েছেন ?

শাহিদুজ্জামান শিপু অভিযোগ করেন মালশাদহ গ্রামের বদিকে দিয়ে বাজারে চাঁদা তুলে আবার তাকে গুম হত্যা ঘটিয়ে অন্যের বিরুদ্ধে মামলা চাপিয়েছেন।

তিনি বলেন, নির্বাচনের আগে এলাঙ্গীর বীলে তার হাঁসের খামার ছিল।প্রাকৃতিক দূর্যাগে তার হাঁস মারা গিয়েছিল।যার জন্য তিনি সরকারি বিভিন্ন দফতর ও জাতীয় সংসদ সদস্যের কাছে অনুদানের আবেদন করেছিলেন। অথচ, তিনি মেয়র হওয়ার সাথে সাথে কি এমন আলাউদ্দীনের চেরাগ হাতে পেলেন চার চাকার গাড়ি পেয়ে গেলেন। প্রশ্ন রাখেন তিনি।

শিপু বলেন. আহম্মেদ আলী মেয়র নির্বাচিত হওয়ার পর গাংনী পৌরবাসি নয়, কয়েকটি পরিবারের উন্নতি হয়েছে। আর সাংগাঠনিকভাবে উন্নতি হয়েছে মালশাদহ গ্রামের বিএনপি নেতা ময়না হার্ডওয়্যারের মালিক জিয়ার।

তিনি বলেন, পৌরবাসির দূর্ভোগের বিষটি তিনি না দেখে ব্যাক্তি শিপুর উপর আঘাত হানছেন। তিনি হুশিয়ারী দিয়ে বলেন, আমাকে আঘাত দিলে আপনার (মেয়র) এমন কোনো খুটি নাটি বিষয় নাই যা আমার কাছে নেই।আপনার এ্যাবিডেন্স আমরা পাবলিক করলে মুখ দেখাতে পারবেন না।

তিনি গাংনী হাইস্কুল ফুটবল মাঠের কথা তুলে ধরে বলেন ফুটবল মাঠের মাটিতে এখন শামুক চরছে। এই শামুক থাকা পর্যন্ত মাঠ ভাল হবেনা।

তিনি বলেন, গাংনী পৌরসভার উন্নয়ন কাজের কে ঠিকাদার এখন পর্যন্ত

কেউ জানেনা। অথচ তার কাছে চাঁদা চাওয়ার প্রশ্ন মিথ্যা অভিযোগ এনেছেন। আমার কাছে কোনো চাঁদাবাজ সন্ত্রাসী থাকেনা। মেয়র আহম্মেদ আপনি জোড়া হত্যা মামলার আসামি ও চাঁদাবাজ পুঁষে রাখেন।

তিনি বলেন, জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীর নাম ভাঙ্গিয়ে খুলনার এরশাদ শিকদারের মত গাংনীতে আরেকটি নতুন এরশাদ তৈরী হয়েছে। অথচ জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী অত্যন্ত ভদ্র ও সৎ মানুষ। প্রতিমন্ত্রীর কানে বিষয়টি গেলে তিনি এবিষয়ে ভূমিকা নেবেন বলে আমি বিশ্বাস করি।

তিনি মেয়র আহম্মেদের এ ধরণের কুরুচিপূর্ণ বক্তব্যের তীব্র নিন্দা জানান।

মুজিবনগরে সাবেক স্বামীর বিরুদ্ধে পর্ণগ্রাফী আইনে মামলা

তালাক দেওয়া স্ত্রীকে পূর্বের বিশেষ মূহূর্তের ছবি পোষ্ট করে ব্লাক মেইল করার অপরাধে সাবেক স্বামীর বিরুদ্ধে পর্ণগ্রাফি আইনে মামলা দায়ের করেছেন সাবেক স্ত্রী সোনিয়া খাতুন।

পর্ণগ্রাফি আইনের ৮(১), ৮ (২) ও ৮(৩) ধারায় অভিযোগ এনে মুজিবনগর থানায় মামলাটি করেন তিনি। যার মামলার নং ৩, তারিখ ০৫/০৯/২০২২ ইং।

আজ মঙ্গলবার (৬ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় মামলার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেল।

মামলার আসামী করা হয়েছে সোনিয়ার সাবেক স্বামী চুয়াডাঙ্গা জেলার হোগলডাঙ্গা গ্রামের আনিছুর রহমানের ছেলে নাইম হাসানকে।

মামলার বাদী মুজিবনগর উপজেলার আনন্দবাস গ্রামের আছান আলীর মেয়ে সোনীয়া খাতুন বলেন, নাইম হাসানের সাথে আমার বিয়ে হয়। বিয়ের পর থেকেই আমার উপর নির্যাতন সহ নানা ধরনের জালা যন্ত্রণা দেওয়ায় তার সাথে আমার ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। কিন্তু বিয়ের পরের বিশেষ মূহূর্তের

ছবি সে ধারন করে রাথে।সেই ছবি এখন আমার মোবাইল ফোনে পাঠিয়ে ব্লাকমেইল করছে। এঘটনায় বিচার দাবী করে এই মামলাটি দায়ের করেছি।

মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেল বলেন, মামলাটি রেকর্ড করা হয়েছে। এখন আসামি ধরে তাকে আইনের আওতায় আনার জন্য পুলিশের পক্ষ থেকে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।